TRANSTEC

Pure Electrolytic Tough Pitch Copper **Ensures Cost Efficient Electric Supply**

▼ IEC standard ▼ Tested from BUET BSTI approved ISO Certified



BNP's top men among defaulters

PM updates JS on Tk 980cr outstanding loans

STAFF CORRESPONDENT

Fifteen industries owned by some senior BNP leaders, including Tarique Rahman, owe Tk980.20 crore to different public and private banks as outstanding loans, Prime Minister Sheikh Hasina told parliament yesterday.

A large part (Tk321 crore) of it has turned out as bad loan, she noted while responding to lawmakers' queries. On March 31, the total amount of default loan stood at

Tk 51,019 crore, according to data from Bangladesh Bank. The prime minister also said some state-owned companies owe Tk15,113.61 crore to public banks (Sonali, Janata,

Agrani and Rupali) as outstanding loans. Dandy Dyeing Ltd has had Tk40.14 crore as bad loans

with the state-run Sonali Bank, she added. Tarique and Arafat Rahman, both sons of BNP Chairperson Khaleda Zia, Giasuddin Al Mamun, a close associate of Tarique, and late Syed Iskander, brother of Khaleda, are among the directors of the company.

BNP chairperson's adviser Amir Khosru Mahmud Chowdhury has also had Tk35.46 crore as outstanding loan with several commercial banks. BNP'S REACTION

BNP standing committee member Brig Gen (retd) ASM Hannan Shah said banks sanction loans based on their relation with clients.

But if anybody does not repay the loan, there are laws to recover it, he told The Daily Star.

> SEE PAGE 10 COL 4 LIST OF BAD LOANS - SEE ONLINE



Local members of Jubo League, pro-Awami League youth body, are building shops occupying the footpath along Ramna Telephone Exchange at Gulistan. The photo was taken yesterday.

PHOTO: STAR

Jubo League's walkway

28 shops built illegally, sold allegedly at Tk 10 lakh each STAFF CORRESPONDENT

Dhaka South City Corporation (DSCC) is going to demolish 28 shops built illegally by some ruling Awami League men on the sidewalk along the Ramna Telephone Exchange at Gulistan.

"We have not approved construction of such shops on the pavement. We are going to demolish those by next week," Md Jamal Hussain, chief estate officer of DSCC, told The Daily Star.

Local members of Jubo League, youth front of the AL, last week evicted nearly 100 petty vendors from the pavement and embarked on building the shops there, complained local businessmen.

Possession for each of the shop would cost Tk10 lakh, they added.

Contacted, Shahabuddin Ahmed, organising secretary of ward-20 unit of

SEE PAGE 2 COL 3

Three sisters take poison, one dies

STAFF CORRESPONDENT, Chittagong

Three sisters of a family at Bonogram union in Rangunia upazila here attempted to commit suicide by taking poison in the early hours yesterday in which one died immediately.

SEE PAGE 2 COL 7



জিডি-২৪৩১

Pak army, Alim's men SQ Chy gives killed 370 people

War crimes witness from Joypurhat tells tribunal

STAFF CORRESPONDENT

Another prosecution witness yesterday testified that the Pakistan army and its local collaborators belonging to war crimes accused Abdul Alim's Peace : day of his testimony before International Committee had killed at least 370 people at several Hindu villages in : Crimes Tribunal-1. Joypurhat in 1971.

International Crimes Tribunal-2 he had left the country being frightened by : tions, anecdotes, British rule, contributhe ruthlessness of the massacre.

The fourth, 24th and 25th prosecution witnesses in the case have also · Indian subcontinent, and life sketch of testified to having witnessed the same massacre.

Ajit Mohanta said Alim was the "key person" behind organising the : however claimed all these things were daylong massacre, while Bhagirath Chandra Barman said Alim had "ordered" : meaningful to prove him innocent. SEE PAGE 10 COL 5 ·

deposition for third day

STAFF CORRESPONDENT

· War crimes accused Salahuddin Quader : Chowdhury yesterday continued giving deposition on history 'irrelevant' to the · charges brought against him on the third

Salahuddin, who has been giving depo Jogen Chandra Paul, the 26th witness in the case against Alim, told : sition on his family tree, beliefs, perceptions of the Muslim intellectuals in the · Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,

SEE PAGE 2 COL 1

CUSTODIAL DEATH

5 Savar cops found guilty

STAFF CORRESPONDENT

Five policemen have been found guilty of abduction and torture during an investigation, which led to the custodial death of a businessman in Savar, Shamim Sarkar, on June 06.

The probe committee, headed by Additional Deputy Inspector General Mizanur Rahman, has learnt that Assistant Sub-inspector (ASI) of Savar Police Station Akidul Islam, police constables Ramjan Ali, Mofazzal Hossain and Yousuf Ali and Ashulia Police Station Sub-inspector Emdadul Haque were behind Shamim's death.

The committee submitted its report to the deputy inspector general (DIG) of Dhaka police on Tuesday.

It also blamed lack of supervision and negligence of duty by higher police officials at Savar for the incident.

SEE PAGE 10 COL 8



Thinnest cellphone

INDEPENDENT.CO.UK

Huawei has announced the launch of the Ascend P6. At just 6.18mm, the P6 is the world's slimmest phone.

The handset will be part of the Chinese telecom giant's first global product

SEE PAGE 2 COL 3



রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজউক ভবন, ঢাকা Website: www.rajukdhaka.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি

এতদারা নিমুবর্ণিত প্লটের লীজ গ্রহিতাদ্বয়ের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, লীজ দলিলের ৪ নং শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত প্লটে যথাসময়ে ইমারত নির্মাণ না করায় রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে প্রেরীত পত্র দ্বারা পরপর দুইবার কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হলেও আপনারা উক্ত নোটিশের কোন জবাব প্রদান करतनि।

ক্রঃ নং	বরাদ্দ/লীজ গ্রহিতার নাম ও ঠিকানা	প্লটের বিবরণ
03	ডঃ খলিলুর রহমান পিতা-মৃত মৌলভী আকিদউদ্দিন আহমেদ ঠিকানা- গ্রাম-শ্রীপুর, পোঃ পাইকখালী থানা-ভান্ডারিয়া, জেলা-বরিশাল।	উত্তরা আবাসিক এলাকার ০৪ নং সেক্টরের ১৯ নং রাস্তার ১১ নং প্লট।
०२	জনাব এম আতিকুল হক পিতা-মৌলভী মেহেরাব আলী গ্রাম-কালীপুর, পোঃ জালালপুর, জেলা-সিলেট।	উত্তরা আবাসিক এলাকার ০৬ নং সেক্টরের ০২ নং রাস্তার ২১ নং প্লট।

এমতাবস্থায়, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রাজউক উত্তরা জোনাল অফিস, বিল্ডিং নং-২৪, রোড নং-১৩, সেক্টর নং-০৬, উত্তরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা উপস্থিত হয়ে বক্তব্য প্রদান না করলে আর কোন নোটিশ ব্যতিরেকেই আপনাদের অনুকূলে লীজকৃত বর্ণিত প্লটের বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

> চেয়ারম্যান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজউক ভবন, ঢাকা



Clapping spreads like an 'infection'

MAIL ONLINE

Lengthy applause is seen as the ultimate mark of approval on a performance.

But rather than showing we like what we see,

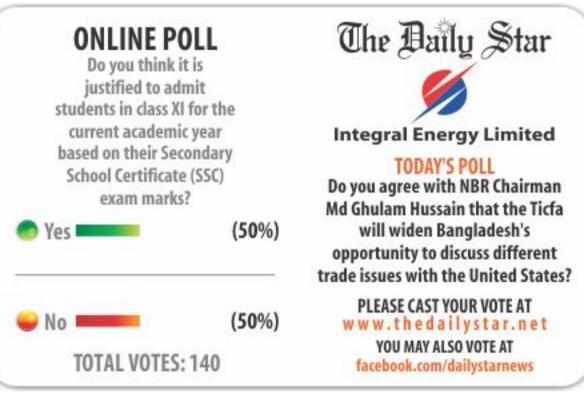
researchers believe the length of time we clap is closely linked to peer pressure. Once one person starts clapping it spreads like

an 'infection' spreading from one person to another -- with the crowd 'instinctively' responding to the noise.

Crowds continue to clap following a performance until someone is brave, tired or bored enough to stop and the volume of applause starts dropping, according to researchers.

SEE PAGE 2 COL 7

GD - 2424





Socio-economic and Demographic Report 2017

(আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১-এর নমুনা জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত)



- 🕋 জনগণের সংবাদপত্র পড়ার হার আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। ২০০৪ সালের ১০% থেকে ২০১১ সালে হয়েছে ১৫%।
- 🕋 টেলিভিশন দেখা জনগণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪ সালে দেশের ২১ শতাংশ লোক টেলিভিশন দেখত; ২০১১ সালে এ হার ৪৫ শতাংশ।
- 🕋 দেশের ৮৯ শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানি পান করে। ২০০৪ সালে এ হার ছিল ৫১ अ**ा**०%
- 🕋 শহর এলাকার ৩.৮৮% লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করে।
- 🕋 আলোর উৎস হিসেবে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে। ২০০৪ সালে ৪০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও ২০১১ সালে ৫৭ শতাংশ মানুষ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে।
- প্রধান গৃহের দেয়ালের উপকরণ হিসেবে টিন (সিআই শিট)-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০০৪ সালে ২৩ শতাংশ গৃহে টিন ব্যবহার হলেও ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ শতাংশে।
- 🕋 পাকা বাড়ির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১১ সালে দেয়ালের উপকরণ হিসেবে ইট/সিমেন্টের ব্যবহার ২৬ শতাংশ, যা ২০০৪ সালে ছিল মাত্র ১১ मा विश्व
- বর্তমানে দেশে পুরুষ-নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।
- 😎 দেশে মোট প্রজনন হার কমেছে। ২০০৪ সালে ছিল ২.৫১, বর্তমানে ২.১০।
- 🚚 খানা প্রতি গড় জনসংখ্যা দিন দিন কমছে। ২০০৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে এ হার ছিল ৪.৬৬, আর ২০১১ সালে এ হার ৪.৩৫।
- 💵 মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে। ২০০৪ সালে এ হার ছিল ৩.৪, যা ২০১১ সালে ২.১৮।
- দেশে কর্মক্ষম মহিলার সংখ্যা বেড়েছে। ২০০৪ সালে কর্মক্ষম মহিলার সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ শতাংশ। ২০১১ সালে এ হার হয়েছে ১০ শতাংশ।

